বৈশেষিক দর্শনে পদার্থতত্ত্ব

বৈশেষিক দর্শন পর্ব ২

পাঠ পর্যালোচনা

শম্পা দেবনাথ

সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

শালতোড়া নেতাজী সেন্টেনারী কলেজ

ভারতীয় দর্শনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সুপ্রাচীন দার্শনিক মতবাদ হল বৈশেষিক দর্শন।

অতিসংক্ষেপে বৈশেষিক দর্শনের প্রাথমিক পরিচয়

আস্তিক দর্শন এবং বেদ-স্বতন্ত্র দর্শন

পদার্থশাস্ত্র

বিশেষ নামক একটি স্বতন্ত্র পদার্থের প্রবর্তক

সুপ্রাচীন দর্শন

বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কণাদ।

ন্যায় এবং বৈশেষিক সমানতন্ত্র দর্শন

- তিনি কণভূক, যোগী, কাশ্যপ, উলূক ইত্যাদি নামে পরিচিত। মহাভারতের শান্তিপর্বে কাশ্যপ গোত্রীয় শৈবযোগী কণাদকে মহাযোগী মার্কণ্ডেয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

"উলূকঃ পরমো বিপ্র মার্কণ্ডেয় মহামুনিঃ"

তত্ত্ব এবং পদার্থ

আমরা আজ বৈশেষিক পদার্থতত্ত্ব অর্থাৎ বৈশেষিক দার্শনিকদের ‘পদার্থ’ বিষয়ক মতবাদ নিয়ে আলোচনা করবো।

বৈশেষিক পদার্থতত্ত্ব আলোচনার আগে আমরা জেনে নেব দর্শনে তত্ত্ব বলতে ঠিক কি বোঝায়?

সাধারণ অর্থে তত্ত্ব বলতে মতবাদ (Theory) বোঝায়।

দর্শনে তত্ত্ব বলতে এমন এক বা একাধিক নিত্য পারমার্থিক সত্তাকে বোঝায় যা দৃশ্যমান অনিত্য এই জগতের নানা পরিবর্তনের আন্তরালে একমাত্র শাশ্বত সত্য। এর ইংরাজি প্রতিশব্দ হল Reality ।

কেউ বলেন তত্ত্ব একটি, কেউ বলেন দুটি, কেউ বলেন একাধিক। যে সব দার্শনিক একটি তত্তের কথা বলেন তাঁরা অদ্বৈতবাদী (Monist), যাঁরা দুটি তত্ত্বের কথা বলেন তাঁরা দ্বৈতবাদী (Dualist) এবং যাঁরা একাধিক তত্তের কথা বলেন তাঁরা বহুত্ববাদী (Pluralist) নামে পরিচিত।

বৈশেষিক দার্শনিকরা বহুত্ববাদী (Pluralist)। বৈশেষিকদের কাছে তত্ত্ব হল পদার্থ। এই পদার্থ সাতটি।

তাঁরা এই সাতটি পদার্থের মনোনিরপেক্ষ বাহ্য অস্তিত্বে কথা বলেন। তাই তাঁরা বহুত্ববাদী ও বস্তুবাদী বা বাহ্যার্থবাদী

(Realist)।

বৈশেষিক মতে পদার্থ ও পদার্থের লক্ষণ

পদার্থের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ – ‘পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ’

পদার্থ = পদ + অর্থ

নাম + বিষয়

অভিধা + জ্ঞেয়/ প্রমেয়

পদার্থের লক্ষণ – ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য পদার্থের সামান্য লক্ষণ করেছেন, 'অভিধাশক্তিবিষয়য়ত্ব’ এবং ‘জ্ঞানবিষয়ত্ব’।

বৈশেষিক মতে পদার্থ হল তাই যা জ্ঞেয় (Knowable) অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হবে এবং জ্ঞানের বিষয়রূপে পদার্থকে অবশ্যই বর্ণনাযোগ্য (Speak able) বা অভিধেয় হতে হবে।

পদার্থের এই লক্ষণ দিয়ে বৈশেষিকগণ অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism) ও মরমীয়াবাদ (Mysticism) উভয়কেই পরিহার করেছেন।

বৈশেষিক মতে পদার্থ ও বিষয়

- জগতের যে কোন বস্তুই পদের দ্বারা অভিহিত হতে পারে।
  (বৃত্ত্যা পদপ্রতিপাদ্য এব পদার্থঃ ইতি অভিধীয়তে।)।
- যাকে অভিহিত করা যায় তা-ই জ্ঞেয় কাজেই পদার্থ।
- পদার্থ যেহেতু জ্ঞেয় বা প্রমেয় তাই পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়।
  (প্রমিতিবিষয়াঃ পদার্থঃ)।
- পদার্থ যখন জ্ঞানে ভাসমান হয়, তখন তাকে ‘বিষয়’ বলা হয়।
- জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানাতিরিক্ত সদ্বস্তু।

পদার্থশাস্ত্র বৈশেষিক দর্শন

ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বৈশেষিক দর্শনেই বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বা প্রাধান্য সহকারে পদার্থতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। সেই কারনেই বৈশেষিক দর্শনকে পদার্থশাস্ত্র নামে উল্লেখ করা হয়।

পদার্থশাস্ত্র বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যহেতুক তত্ত্বজ্ঞানকেই নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষলাভের হেতু বলা হয়েছে। বৈশেষিক সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে বলা হয়েছে, "---দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।।"

বৈশেষিক সম্মত সাতটি পদার্থ হল- দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব।

বৈশেষিক দর্শন মতে জগতের সব কিছুই এই সপ্তপদার্থের অন্তর্গত।

পদার্থের প্রকারভেদ

পদার্থ ভাব এবং অভাব ভেদে দ্বিবিধ।

ভাব পদার্থ ছয়টি। যথা – ১) দ্রব্য, ২) গুণ, ৩) কর্ম, ৪) সামান্য, ৫) বিশেষ, এবং ৬) সমবায়।

এই ছয়টি **ভাবপদার্থ** এবং **অভাব** মিলে বৈশেষিক দর্শনে মোট সাতটি পদার্থ স্বীকৃত।

ভাবপদার্থগুলি অস্তিত্বমূলক পদার্থ আর অভাব হল নাস্তিত্বমূলক পদার্থ।

মহর্ষি কণাদ ছয়টি ভাবপদার্থের উল্লেখ করলেও অভাব নিয়ে আলোচনা করেননি। পরবর্তীকালে প্রাশস্তপাদাচার্য অভাবসহ সাতটি পদার্থের উল্লেখ করেন।

'অভাব' নাস্তিত্বমূলক হলেও পদার্থ। কারণ, অভাবও জ্ঞানের বিষয় হয় এবং জ্ঞানের বিষয় হিসেবে বর্ণনাযোগ্য অর্থাৎ অভিধেয়। জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানাতিরিক্ত সদ্বস্তু বা পদার্থ। কাজেই অভাবও জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় সদ্বস্তু এবং পদার্থ।

পদার্থ
ভাবপদার্থ
অভাবপদার্থ

ভাবপদার্থ
দ্রব্য
গুণ
কর্ম
সামান্য
বিশেষ
সমবায়

অভাবপদার্থ
সংসর্গাভাব
অন্যোন্যাভাব

পদার্থের শ্রেণীবিভাগ

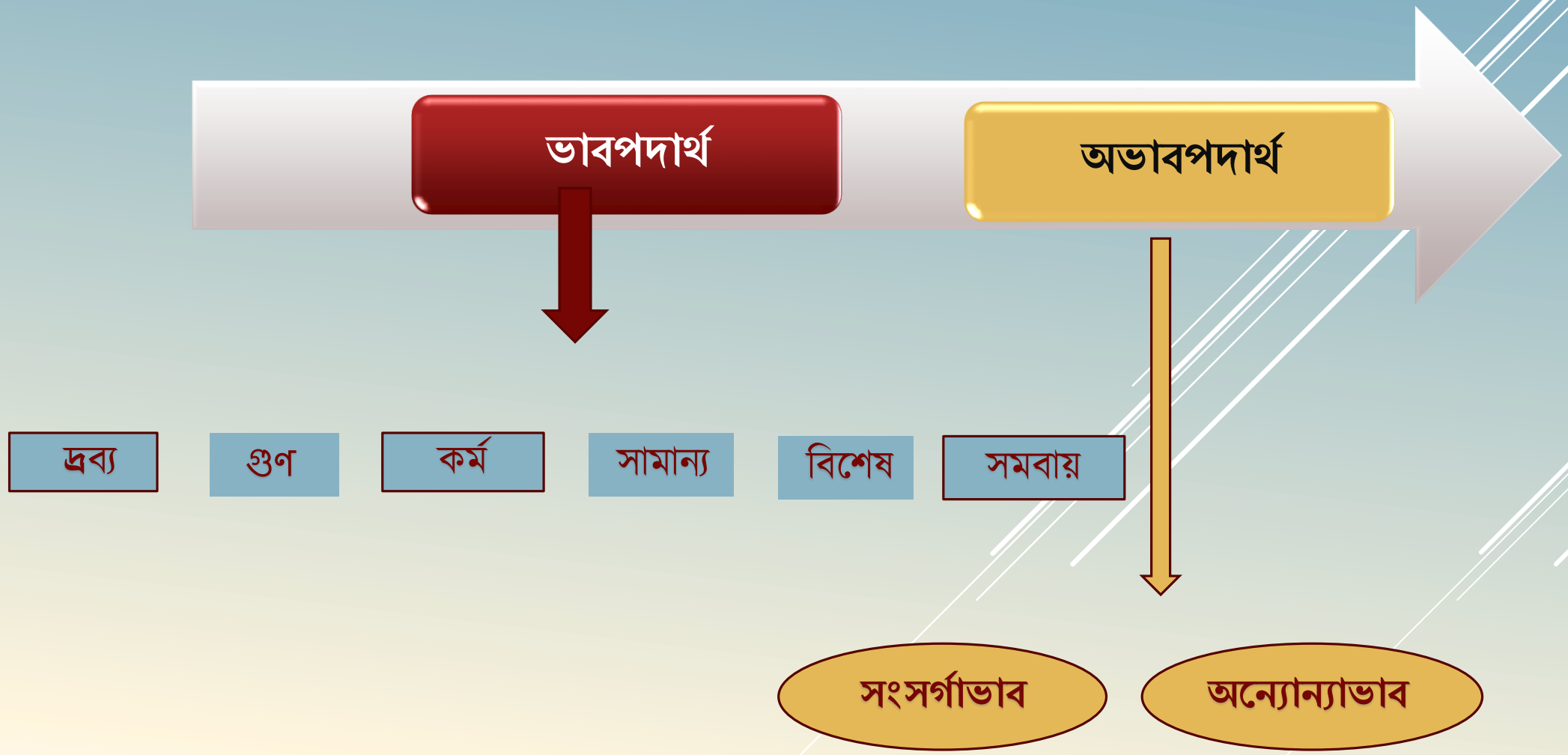

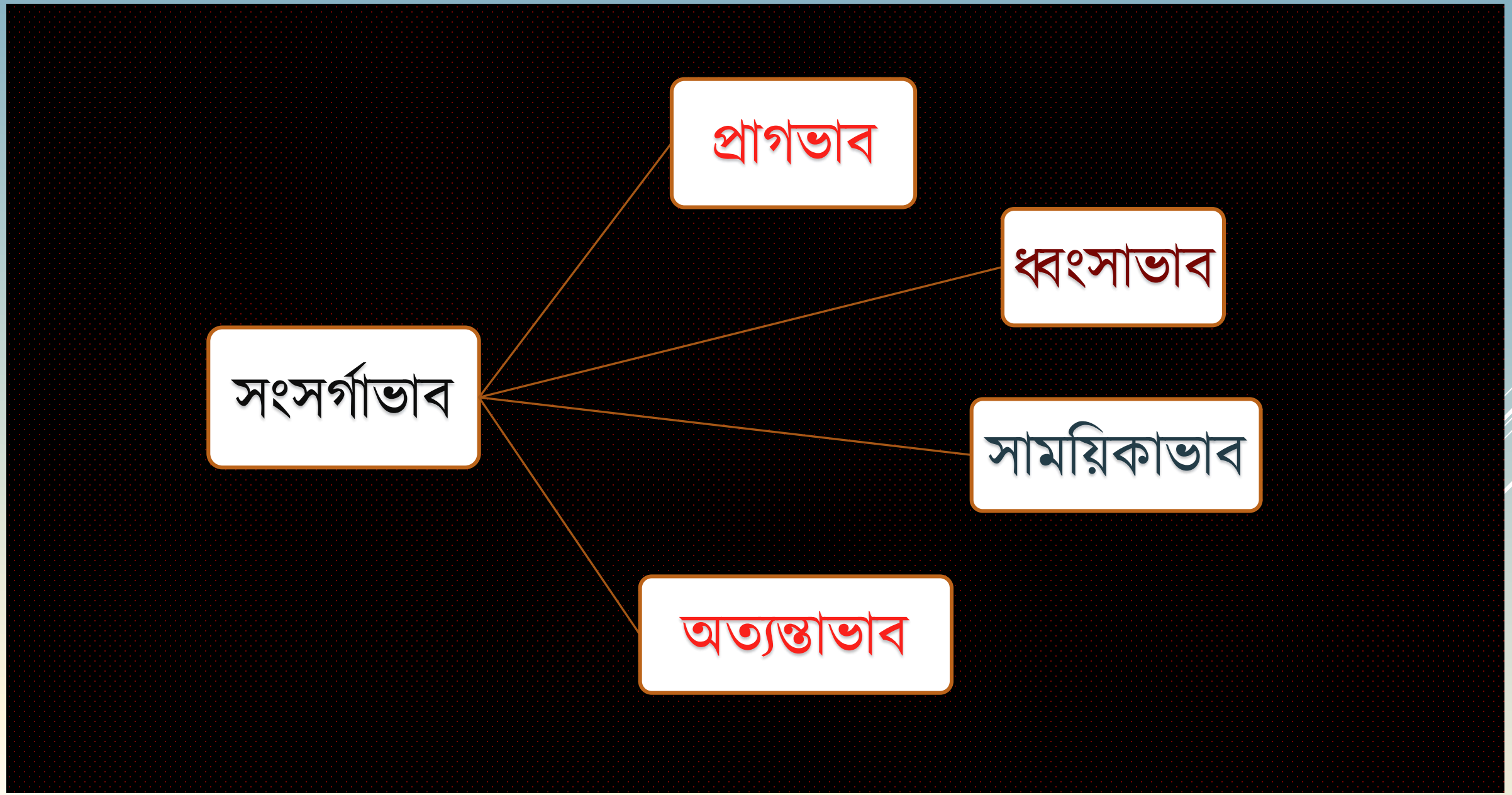
সংসর্গাভাব
প্রাগভাব
ধ্বংসাভাব
সাময়িকাভাব
অত্যন্তাভাব

ভারতীয় দর্শনে পদার্থের সংখ্যা

ন্যায়দর্শনে ষোলটি পদার্থ স্বীকার করা হয়- প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান।

ভাট্ট মীমাংসক সম্প্রদায় পাঁচটি পদার্থ স্বীকার করেন, যথা- দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য এবং অভাব।

প্রাভাকর মীমাংসক মতে পদার্থ আটটি, যথা- দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সংখ্যা, সমবায়, সাদৃশ্য এবং শক্তি।

বেদান্ত মতে ভাট্ট মীমাংসকদের অনুরূপ পদার্থ পাঁচটি, যথা- দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য এবং অভাব।

পদার্থ বিষয়ে নৈয়ায়িকদের মধ্যেও মতভেদ দেখা যায়। যেমন, নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি বিশেষকে পদার্থরূপে স্বীকার করেননি।

ধন্যবাদ